কাশী কবিরাজের গল্প

কাহিনি: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি: আশিস ভট্টাচার্য
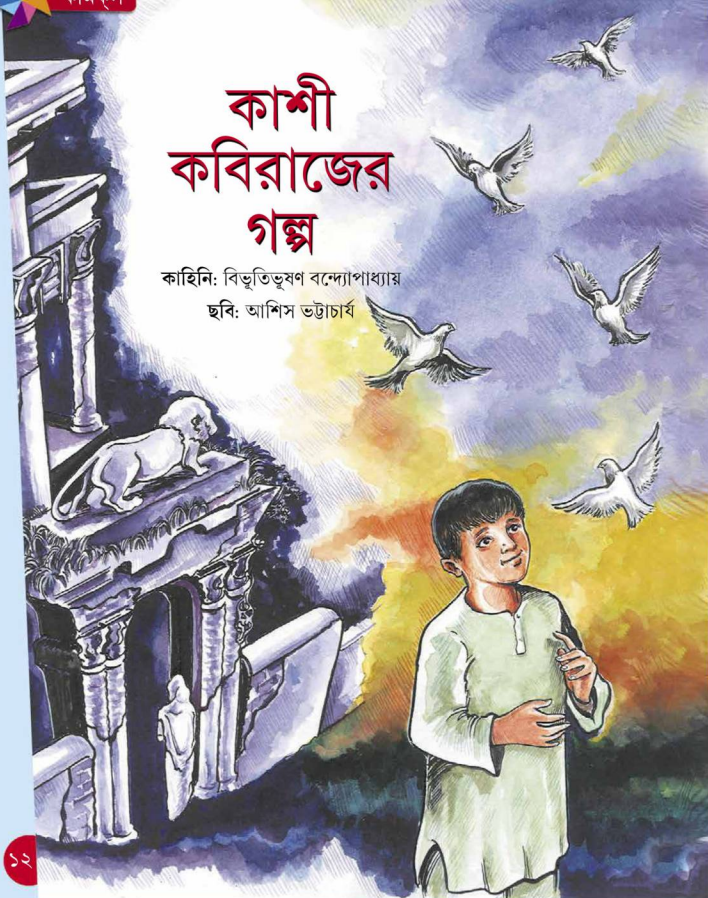
হরিহরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের মস্ত বাড়ি, আজ ভগ্নপ্রায়...
!!
জমিদারবাবুর অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য ডাক এল তান্ত্রিক কবিরাজ কাশীনাথের। তারপর...
বড় অপয়া বাড়ি মনে হচ্ছে...
ভরসন্ধেবেলা এ ভিটেতে পা না দিলেই ভাল করতুম...
আসুন কবরেজমশাই!
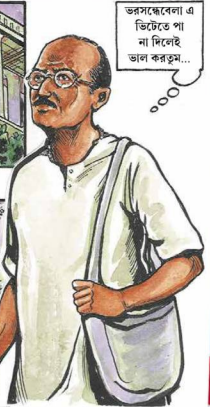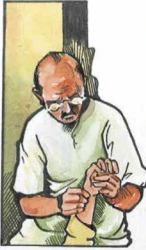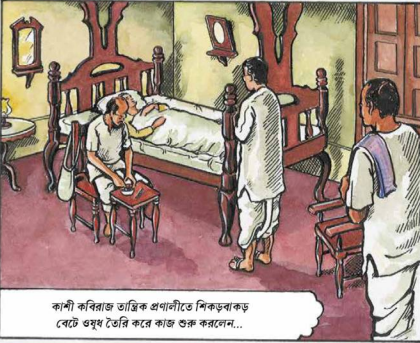
টাইফয়েড জ্বর...
কাশী কবিরাজ তান্ত্রিক প্রণালীতে শিকড়বাকড়
বেটে ওষুধ তৈরি করে কাজ শুরু করলেন...
চিন্তা করবেন না জমিদারবাবু ওষুধ দিয়েছি, খোকা সেরে উঠবে।
বেশ। রাত অনেক হল। আহারাদি সেরে বিশ্রাম নিন এবার।
আসুন বাবু।

৩টে
?!!
আশ্চর্য! এত রাতে
দেউড়ি দিয়ে বাড়ি
ঢুকল কে?
?!
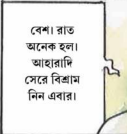
সে রাতে জমিদার বাড়ির আর-এক প্রান্তে!
?!
কে?
কে ওখানে?
খোকা?

?
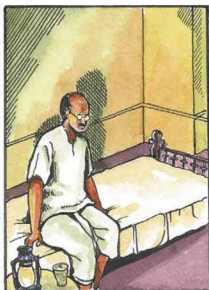
কে যায়...

?!!

বেরিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে!
একা...এত রাতে?

ওদিকে কোদালে নদী,
ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

কবিরাজমশাই!
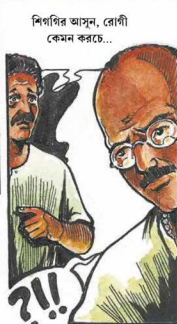
শিগগির আসুন, রোগী
কেমন করচে...
?!!

কাশীনাথের অনেক খাটুনির পর সে রাতে রোগী খানিকটা সামলে উঠল। এর পর...

আপনার চাল কবরেজমশাই।

আজ খোকা ভাল আছে...

জ্বরও কমেছে।

সব আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম, এখন মনটা বেশ হালকা লাগছে।

আমাদের বড় দিঘিতে মাছ ধরতে আসুন। ভাল লাগবে।

খোকা সুস্থ হয়ে ওঠায় কবিরাজমশাই খুব খুশি।
জমিদারবাবুও বেশ প্রফুল্ল।

তুমি এখানে থেকো না, চলে যাও এখান থেকে।

আপনি কে মা? এত রাতে!

আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

মা, আমি চিকিৎসক। রোগী দেখতে এসেছি। কাজ না সেরে আমি কী করে যাব?
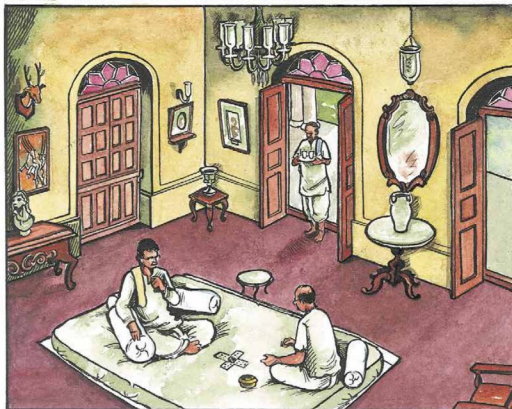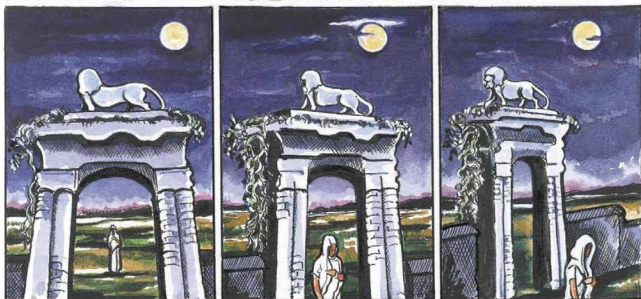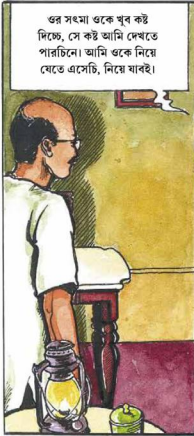
ওর সৎমা ওকে খুব কষ্ট দিচ্চে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারচিনে। আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেচি, নিয়ে যাবই।

আ-আপনি কোথায় থাকেন মা?

আমি মারা যাওয়ার পর আজ চার বছর হল। ওর বাবা আবার বিয়ে করেচে। আমার সেই সতীন ওকে বড় যন্ত্রণা দিচ্চে...

আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না। খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই। ওকে আমি নিয়ে যাবই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না।

!!!!

কেন বৃথা অপযশ কুড়োবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও...

মা একটা কথা...

আমি জমিদারবাবু, আপনার স্বামীকে সব বলি। তিনি খোকাকে বড় ভালবাসেন...

খোকাকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কী অবস্থা হবে?
তাঁর এ পক্ষের ছেলেমেয়ে হবে। তাদের নিয়ে থাকবেন তিনি।

ও কথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে করবে? সব দিক বুঝুন।

আমি আজ তাঁকে সব বলছি। যদি তিনি খোকার উপর এ অত্যাচার বন্ধ করতে পারেন, কথা দিন ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না?

আমি সে চেষ্টা করি মা।
বেশ তাই করো।

!!

আশ্চর্য...

কবিরাজমশাই খোকার অবস্থা খুব খারাপ, আসুন...
?

এর পর...
এমনটা তো হওয়ার কথা নয়।
বড়ই আশ্চর্য!

সারাদিন বেশ ভাল ছিল। অথচ...

আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

বেশ তো! আসুন আমার ঘরে।

সবই তো শুনলেন জমিদারবাবু...

আপনার সঙ্গে যে রকম কথা বলছি তাঁর সঙ্গেও এভাবেই কথা বলেছি।

আমি জানি।

আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে খোকার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

জানতাম ওর সৎমা ওর উপর খুব সদয় নয়, তবে এতটা আমি জানতাম না।

কথা দিচ্ছি, খোকা সেরে উঠলে, ওকে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাব।

এ সংস্রবে আর নয়।

আমার এই স্ত্রীকেও আমি শাসন করছি।

আপনি তাঁকে জানাবেন। রাত ভোর হয়ে গেল।

স মা প্ত